74

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 MAY 1998
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

এইচএসসি পরীক্ষা

গতকাল (২৮শে মে) দেশে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লা বোর্ড) অধীনে এইচ এস সি (উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট) এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। এইসব পরীক্ষায় ৫ লাখ ৮৬ হাজার ৭১২ জন পরীক্ষার্থী অংশ লইতেছে। ইহাদের মধ্যে এইচ এস সি পরীক্ষায় এইবার অংশ লইতেছে সর্বমোট ৫ লাখ ১১ হাজার ৫৯ জন। গতবার অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লাখ ২২ হাজার ৮৫২ জন। সারাদেশে ৫টি বোর্ডের অধীনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এইচ এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইচ এস সি এবং আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রহিল। আমরা তাহাদের সকলের সাফল্য কামনা করিতেছি।

এইচ এস সি পরীক্ষা সময়মতই শুরু হইয়াছে। বেশ কিছুদিন আগে পরীক্ষার্থীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে রাস্তায় নামিয়া গাড়ী ভাঙ্গচুরের মাধ্যমে একটি 'আন্দোলন' দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিল। আসন্ন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার দোহাই দিয়া তাহারা উচ্ছৃংখল হইয়া উঠিয়াছিল, দাবী জানাইয়াছিল পরীক্ষা পিছানোর। কিন্তু তাহাদের উক্ত অযৌক্তিক দাবী শেষ পর্যন্ত শিক্ষা কর্তৃপক্ষ মানিয়া নেন নাই। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এইজন্য প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

পরীক্ষার কথা উঠিলেই নকলের প্রসঙ্গটি আসিয়া পড়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, আসিয়া পড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রসঙ্গ। নকলের করাল গ্রাস হইতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে আমরা এখনও সমর্থ হই নাই। দিন দিন পরীক্ষার্থীদের মাঝে নকলের প্রবণতা বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। 'নকল সহায়ক' বইও বাজারে দেদারসে চলে। এখন আর পরীক্ষার্থীদের কষ্ট করিয়া ছোট ছোট কাগজের টুকরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে 'নকল' তৈরী করিবার কষ্ট পোহাইতে হয় না। অন্যদিকে একশ্রেণীর শিক্ষকও আজকাল পরীক্ষার্থীদের অবাধে নকল সরবরাহ করিয়া থাকেন। নকল করিবার অধিকার চাহিয়া রাস্তায় মিছিল হইবার খবরও খবরের কাগজে ছাপা হইতে দেখা যায়। গত বছর এইচ এস সি পরীক্ষা চলাকালীন মাত্র দুইটি পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে খোদ শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক দুই বস্তা নকল উদ্ধারের কথা হয়তবা অনেকেরই মনে আছে। সদ্য সমাপ্ত এস এস সি পরীক্ষায়ও ছিল নকলের ছড়াছড়ি। নকল আগেও ছিল, এখনও রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে, এই অবস্থা কি চলিতেই থাকিবে? বিগত এস এস সি পরীক্ষার পূর্বে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের জনৈক কর্মকর্তা বলিয়াছিলেন, 'স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আন্তরিকতা নকল প্রতিরোধে যথেষ্ট।' সমস্যা হইতেছে, আমরা নিজেদের স্বার্থ যে-কোন উপায়ে উদ্ধারে সদাসর্বদা 'আন্তরিক' হইলেও দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মোটেই আন্তরিক নই। রহিল 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' নামক ব্যাধির কথা। বেশ কিছুকাল যাবৎই বোর্ডের পরীক্ষা আর 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' বলিতে গেলে একে-অপরের পরিপূরক হইয়া গিয়াছে। গত বছর এস এস সি পরীক্ষার কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছিল। এই বছরও এস এস সি পরীক্ষার কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই অবস্থা চলিতে দেওয়া যায় না। আশার কথা, এইবার এস এস সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উদঘাটনে কর্তৃপক্ষ সমর্থ হইয়াছেন বা অন্ততঃ তেমন দাবী কর্তৃপক্ষ করিতেছেন। অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে ছাপানো এইচ এস সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাতিল করিয়া দিয়া নূতন করিয়া আসন্ন বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপাইয়াছেন। ইহাছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত ঘটনা যাহাতে না ঘটে সেই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষের নেওয়া বিশেষ ব্যবস্থাবলী এইচ এস সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত ঘটনা রোধ করিতে সমর্থ হউক—ইহাই প্রত্যাশা।

প্রসঙ্গক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক করার উপর আমরা পুনরায় গুরুত্বারোপ করিতে চাই। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন ঘটাইয়া শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তার কথা আজকাল আর অস্বীকার করার উপায় নাই। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে শিক্ষা কারিকুলাম প্রচলিত আছে তাহাতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলিয়া সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বস্তুতঃ শুধু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমকেই নহে, আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া উঠে। যাহাই হউক, আমরা আবারও চলতি এইচ এস সি এবং আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করিতেছি। আমরা আশা করি, নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ নিরপরাধ পরীক্ষার্থীরা যাহাতে পরীক্ষা চলাকালীন বা পরীক্ষার পরে কোনরকম হয়রানির শিকার না হয় সেইদিকে কড়া নজর রাখিবেন।